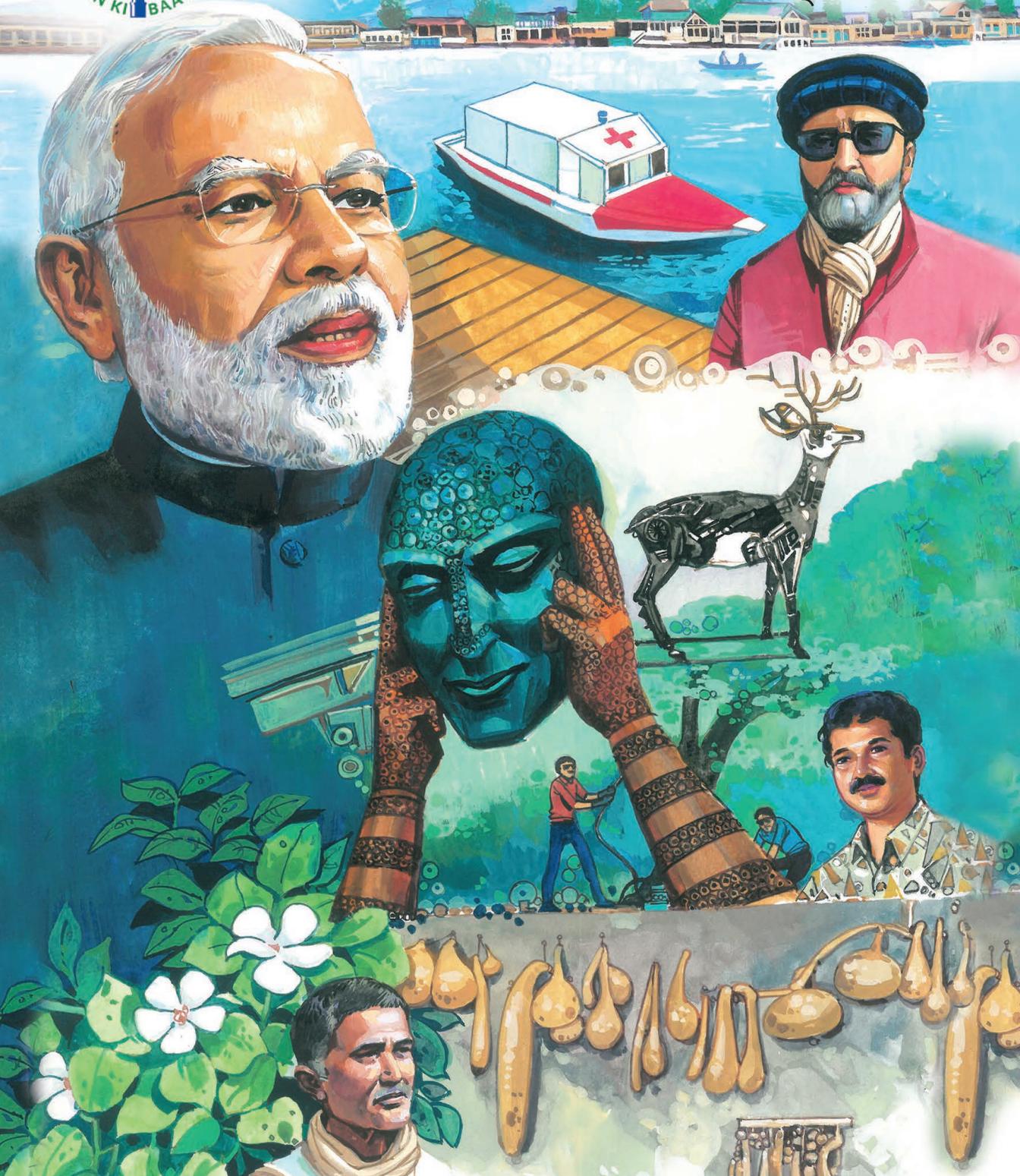




# मन कि बात

तृतीय खण्ड



# MANN KI BAAT

## VOL.3

### Script Writers

Sarda Mohan and Shashi Mukherjee

### Illustrations and Cover Art

Dilip Kadam

### Assistant Artist

Ravindra Mokate

### Production

Amar Chitra Katha

### Layout Artist

Tarangini Mukherjee

### Published by

Amar Chitra Katha Pvt. Ltd

### Bengali

ISBN - 978-81-19242-89-4

Amar Chitra Katha Pvt. Ltd, June 2023

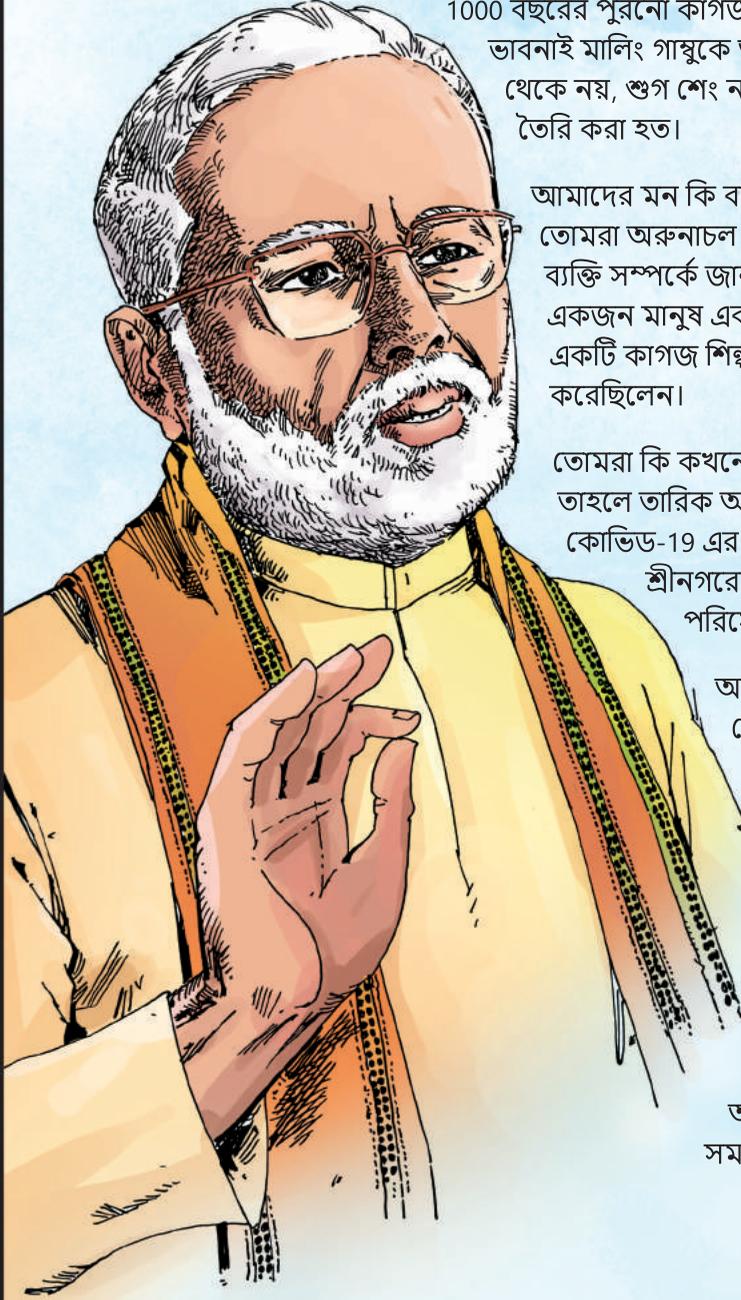
© Ministry of Culture, Govt of India, June 2023

All rights reserved. This book is sold subject to the condition that the publication may not be reproduced, stored in a retrieval system (including but not limited to computers, disks, external drives, electronic or digital devices, e-readers, websites), or transmitted in any form or by any means (including but not limited to cyclostyling, photocopying, docutech or other reprographic reproductions, mechanical, recording, electronic, digital versions) without the prior written permission of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

You can now get ACK stories as part of your classroom with **ACK Learn**, a unique learning platform that brings these stories to your school with a range of workshops. Find out more at [www.acklearn.com](http://www.acklearn.com) or write to us at [acklearn@ack-media.com](mailto:acklearn@ack-media.com).

**আ**মাদের দেশ প্রাচীন প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ। কিন্তু আধুনিকতার দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়ার ফলে সে সব এখন বিস্মৃত হতে চলেছে।

সময়ের সাথে এগিয়ে যাওয়া যেমন উচিত, তেমনি নিজেদের অতীত ভোলা উচিত নয় এবং পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া যাবতীয় উত্তরাধিকারেরও সম্মান এবং প্রশংসা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।



1000 বছরের পুরনো কাগজ শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে এই ভাবনাই মালিং গাম্বুকে অনুপ্রাণিত করেছিল, যেটি গাছ থেকে নয়, শুগ শেং নামক একটি গুল্মের ছাল থেকে তৈরি করা হত।

আমাদের মন কি বাত কমিক সিরিজের তৃতীয় খণ্ডে তোমরা অরুনাচল প্রদেশের একজন অসাধারণ ব্যক্তি সম্পর্কে জানবে, যিনি নিজে মনপা উপজাতির একজন মানুষ এবং সেই উপজাতির দ্বারা তৈরি একটি কাগজ শিল্পকে তিনি নতুনভাবে আবিষ্কার করেছিলেন।

তোমরা কি কখনো জল-অ্যাম্বুল্যান্সের কথা শুনেছ? তাহলে তারিক আহমেদ পাটলুর গল্প পড়ো, যিনি কোভিড-19 এর লকডাউনের সময় কাশ্মীরের শ্রীনগরের ডাল লেকে জল-অ্যাম্বুল্যান্স পরিসেবা চালাতেন।

অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কোন কিছু করা সহজ নয়। এর জন্য দৃঢ় সংকল্প, সাহস এবং প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে লাগে। কিন্তু তোমার হৃদয় তোমাকে যা করতে বলছে সেটা একবার করে ফেলতে পারলে তার মধ্যে তুমি চরম তৃপ্তি লাভ করতে পারবে।

আমার স্নেহ এবং আশীর্বাদ সব সময় তোমাদের সঙ্গে আছে।



# সূচীপত্র

1	মালিং গোস্ব	3
2	উরগাইন ফুংসগ	6
3	শ্রীনিবাস পাদাকান্দালা	9
4	ভাগ্যশ্রী সাহু	12
5	রাম লোটন কুশওয়া	14
6	তারিক আহমেদ পাটলু	17
7	সঞ্জয় কাচ্ছাপ	19
8	হরিশচন্দ্র সিং	22
9	সচ্চিদানন্দ ভারতী	24
10	সিকারি তিস্য	27
11	পি.এম. মুরুগেসন	30

# মালিং গোস্ব

স্কুলে কারুশিল্পের ক্লাসে বাচ্ছারা কাগজের মণ্ড দিয়ে খেলনা তৈরি করতে শিখছিল।



এই দেখো, কাগজের মণ্ড দিয়ে কেমন শুয়োর বানিয়েছি! সুন্দর হয়েছে না?

আমি নিশ্চিত যে এই কাগজ এবং শুয়োর নিয়েও ঠুঁর কাছে কোন গল্প আছে।

ওমা! উনি সত্যিই দারুণ মানুষ! আমাদের গল্পের ক্লাসে নায়ার স্যারকে এটা অবশ্যই দেখিও।

নায়ার স্যার ওদের নিরাশ করলেন না।



তাহলে শোনো, আমার কাছে শুয়োর নিয়ে কোনো গল্প না থাকলেও, একটি বিশেষ প্রকারের কাগজের গল্প আমার জানা আছে, তার নাম মন শুণ্ড।

দেখো, তোমাকে বলেছিলাম না? হা হা হা!

প্রায় 1000 বছর আগে, মনপা উপজাতির মেয়েরা শুণ্ড শেং নামক এক প্রকার গুল্মের ছাল দিয়ে কাগজ তৈরি করতো।



এই দেখো, বৌদ্ধ মঠের জন্য আমি একটা বড় কাগজের পাতা তৈরি করেছি।

ঠুঁরা এই কাগজ দিয়ে কী করে?

তাঁরা এই কাগজে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকে এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থও এতে লেখে।

তারা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো মন কি বাত-এর গল্প শোনার জন্য।

মনপারা ভারত, তিব্বত এবং চীনের সীমান্ত অঞ্চলে বাস করত, যা এখন অরুণাচল প্রদেশ নামে পরিচিত।



যদিও মনপারা প্রাচীনকালে ভূটান, চীন, তিব্বত এবং জাপানেও মন শুণ্ড সরবরাহ করতো কিন্তু ধীরে ধীরে এর চাহিদা শেষ হয়ে যায়...

This is an artist's representation of the map and does not claim to be accurate.

\*পাপিয়ার মাশে হল- আঠা এবং কাগজের মণ্ডের মিশ্রণ

...কিন্তু মন শুণ্ড তৈরির নৈপুণ্য মরেনি। কয়েকটি পরিবার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এটি তৈরি করতে থাকে। তবে সম্প্রতি-

মন শুণ্ড আমাদের ঐতিহ্যের অংশ কিন্তু আমরা এটির সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা না করতে পারলে অতি শীঘ্রই দক্ষতা হারাবো।



এই চিন্তায় হারিয়ে যাওয়া মানুষটি হলেন, মালিং গোস্বামী, মনপা উপজাতির একজন সদস্য এবং পেশায় একজন আইনজীবী।

মন শুণ্ড তৈরি করতে একটি শ্রমসাধ্য এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়।

1. এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে যে সময় গাছে নতুন পাতা বা ফুল আসে না সেই সময় গুল্মের ছাল সংগ্রহ করতে হয়।



2. ভিতরের নরম অংশ গুলো পরিষ্কার করে ছালটি ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়।



3. তারপর ছোট ছোট টুকরো করে সিদ্ধ করার আগে ছাইয়ের জলে\* ডুবিয়ে রাখা হয়।



4. অবশিষ্টাংশটির মণ্ড তৈরি করা হয় তারপর কাগজ হিসেবে বিছানো হয়।



আবহাওয়া ভালো থাকলে দিনে 100টির মত কাগজের পাত তৈরি করা যায়।

\*কাঠের ছাই আর জলের মিশ্রণ

আমি একটি ফোরাম তৈরি করছি এবং আমি চাই যে আপনাদের মতো তরুণরা তাতে যোগ দিন।

এটি কিসের জন্য?

আমি আমাদের উপজাতিদের ভালোর জন্য এবং আমাদের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য কাজ করব।

মালিং 'ইউথ অ্যাকশান ফর ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার' তৈরি করেছিলেন, যাতে সমমনস্ক মানুষরা যোগ দিয়েছিলো।

প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মন কি বাত-এ মালিং এর কাজের প্রশংসা করেছেন।

মনপারা শুগু শেং গাছের ছাল থেকে এই কাগজ তৈরি করে, তাই এই কাগজ তৈরি করতে গাছ কাটতে হয় না। এছাড়া এটি তৈরি করতে কোন প্রকার রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়না। স্থানীয় সমাজকর্মী গোস্ব এখন এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার এবং তার উপজাতীর লোকদের কর্মসংস্থান করার চেষ্টা করছেন।

খাদি ও গ্রামশিল্প কমিশনের চেয়ারম্যান ভিনাই কুমার সাক্সেনা সোম শুগু সম্পর্কে জানতে পেরে উচ্ছসিত।

সমস্ত সমস্যা সত্ত্বেও সাক্সেনা, তাওয়াং -এ একটি উৎপাদন ইউনিট তৈরিতে সহায়তা করে ছিলেন।

আমাদের একটি ইউনিট তৈরি করতে হবে, যাতে বেশী পরিমাণ কাগজ তৈরি করা যায়।

অনেক আগে এটি করার একবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু ভুখণ্ড সংক্রান্ত কারণ এবং দুর্বল পরিকাঠামোর জন্য সেটি সফল করা যায়নি।

আপনি খুশি তো?

খুব খুশি, ভিনাই! আমরা প্রতিদিন 500টি করে কাগজ বিক্রি করছি। আপনি কি জানেন যে এই কাগজের লেখা 5000 বছর ধরে সংরক্ষণ করা যায়?

The story of Mon Shoggu shows that with some effort, the indigenous arts and crafts of India can be preserved.

# উরগাইন ফুংসগ

সর্বোদয় বিদ্যালয়ে বাগান করার ক্লাসে নায়ার স্যার কী করে বাগান আগাছা মুক্ত রাখতে হয়, তাই শেখাচ্ছিলেন।



আমার ভীষণ পিঠ ব্যথা করছে! এই কাজটা খুব কঠিন।

সেই চাষি ভাইদের কথা ভাবো, যারা সারাদিন ধরে এই কাজ করেন।



কাজ করতে করতে আমি তোমাদের একজন চাষির গল্প বলব, যিনি লাদাখের 14000 ফুট উপরে তরমুজ চাষ করেছেন।

অসম্ভব! ওই ঠাণ্ডা মরুভূমিতে!



উরগাইন ফুংসগ 12 বছর বয়সে তাঁর বাবাকে হারান। লাদাখের গিয়া গ্রামে তাঁর মা, বড় বোন সেরিং এবং ছোট ভাই স্টানজিনের সঙ্গে বেড়ে ওঠেন।

আমা\* আমি যখন বড় হব, তখন হয় ITBP^ অথবা নৌবাহিনীতে যোগ দেবো।

উরগাইন এখন চাষের কাজে মন দাও!

ওহ সেরিং, ও ধীরে ধীরে সব শিখে যাবে।



অনতিবিলম্বে-

আচে\*\*, তোমার ছেলে উরগাইন চাষের কাজে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছে।

দেখো, আমা, আমি পুরো মাঠ চাষ করে ফেলেছি।

উরগাইন খুব দ্রুত চাষ-আবাদের দক্ষতা অর্জন করেছিল।



আরও কিছু বছর কেটে গেলো।

আমা, আমি বিয়ে করব না বলে ঠিক করেছি। আমি বাড়িতেই থাকব এবং আমাদের গবাদি পশু আর সমস্ত জমি-জায়গার দেখাশোনা করব।

আমা, আমার সেনাবাহিনীতে যোগদানের থেকে তোমার স্বাস্থ্য আমার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি তোমার সেবা করব।

\*লাদাখের ভোতি ভাষায়, মা  
^ ভারত-তিব্বতীয় বর্ডার পুলিশ

\*\* ভোতি ভাষায় বড় বোন

দেখতে দেখতে অনেক বছর কেটে গেলো। 2010 সালে উরগাইন কাশ্মীরের শ্রীনগরে উদ্যানপালন বিভাগের সহযোগিতায় স্থানীয় কৃষি বিভাগ দ্বারা আয়োজিত একটি 10 দিনের এক্সপোজার ট্যুরে যোগদান করেছিলেন।



এই সফর আমাকে চাষের নানা রকম অভিনব পদ্ধতি শেখাচ্ছে। দেখুন, এরা কীভাবে গ্রীনহাউস\* ব্যবহার করে চাষ করছে।

উরগাইন যখন বাড়ি ফিরলো-



আমি নিশ্চিত করব যে এখানে যেন বিভিন্ন ধরনের শস্য জন্মে- ফুলকপি, কুইনোয়া, ভুট্টা, মৌরি, রসুন...

কিন্তু ভাই, এটা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে 14 হাজার ফুট উপরে। এখানে মানুষেরই বেঁচে থাকা খুব কঠিন ব্যাপার।

জৈব সার এবং গ্রীনহাউস কৌশল আমাদের সাহায্য করবে।

উরগাইনের ছোট ভাই স্টানজিন দরজাই একজন তথ্যচিত্র নির্মাতা হয়েছিলেন। তিনি সেরিং এর উপর একটি তথ্যচিত্রের শুটিং করছিলেন।

তারপরে উরগাইন লেহ-এর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র (KVK) পরিদর্শনে যান।

আমি কয়েক কিলো কেঁচো কিনতে চাই, যাতে করে আমি সমস্ত প্রাণী ও খামারের বর্জ্য রিসাইকেল করে ভার্মিকম্পোস্ট<sup>^</sup> তৈরি করতে পারি।

আমরা আপনাকে এটি দিতে পেরে ভীষণ খুশি বোধ করছি।



এবং তারপর, তিনি তাঁর অসম্ভব স্বপ্নের বাস্তবায়ণ শুরু করলেন।

আপনার পরীক্ষা করার পক্ষে আজকের দিনটা খুব ঠাণ্ডা, তাই নয় কি?

হ্যাঁ, আজ তাপমাত্রা -30 ডিগ্রীতে নেমে গেছে।

অপেক্ষা করুন, আর দেখুন সবাই!



শীঘ্রই-

কী আশ্চর্য! তুমি ব্রকলি, ফুলকপি, বাঁধাকপি আর পেঁয়াজ ফলিয়েছ!

আর চার রকমের মুলোও আছে, ভুলে যেও না!

গ্রীনহাউস মালচিং\*\* এবং ভার্মিকম্পোস্টিং<sup>^</sup> এক ফসলের বর্জ্যকে অন্য ফসলের সার হিসেবে কাজ করিয়ে সঠিক পরিবেশ তৈরি করে।



\*কাঁচ বা প্লাস্টিকের তৈরি একটি কাঠামো যা জলবায়ু-নিয়ন্ত্রণ অবস্থার সৃষ্টি করে।  
^ একটি জৈব সার।

\*\* মাটিকে তাপ, শুষ্কতা এবং ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করার জন্য খড় এবং অন্যান্য উদ্ভিদের উপাদান দিয়ে মাটি ঢেকে রাখা।

দিকে দিকে উরগাইনের সাফল্যের খবর ছড়িয়ে পড়ল।



তুমি 14 হাজার ফুট উপরে তরমুজ ফলাচ্ছ! এতো অবিশ্বাস্য!

হা হা! সব তো আপনার সামনেই রয়েছে।

2019 সালে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ কারেন্ট মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সেস তাঁর উপরে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে।

সরকার তাঁর কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করেছে এবং তাঁকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত করেছে।



বিবিসি এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিও তাঁর কাজের প্রশংসা করেছে।

2016 সালে তাঁর ভাই স্টানজিনের তৈরি তথ্যচিত্র 'দ্য শেফার্ডেস অফ প্লেসিয়ার'-এ তাঁকে দেখানো হয়েছিল।



এই তথ্যচিত্রটি 17টি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতেছে।

নিজের পরিবারের সাহায্যে উরগাইন বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করে, গবাদিপশু পালন করে এবং একটি হোমস্টে চালায়।



আমার পরিবার ছাড়া আমি কিছুই নই- আমার বোন সেরিং, আমার ভাই স্টানজিন, এবং আমার স্ত্রী ছাড়া। আমি তোমাদের সবাইকে ভালোবাসি।

উরগাইন প্রমাণ করেছে যে, যাদের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তি আছে এবং বড় স্বপ্ন দেখার সাহস আছে, তাদের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

# শ্রীনিবাস পাদাকান্দালা



হাত  
দিও না! এটা  
তাহলে ভেঙে  
যাবে।



স্যার, ভাঙা  
চকের টুকরো  
দিয়ে আমরা কি  
বানিয়েছি  
দেখুন!

এটি খুবই  
চিত্তাকর্ষক হয়েছে,  
চরণ। শ্রীনিবাস  
পাদাকান্দালা নামে  
একজন শিল্পী  
আছেন, যিনি বর্জ্য  
ধাতু ব্যবহার করে  
আশ্চর্যজনক সব  
ভাস্কর্য তৈরি করেন।  
আজ তোমাদের  
আমি তাঁর গল্প  
বলবো।

শ্রীনিবাসের বেড়ে ওঠা অন্ধপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়াতো। তাঁর স্কুলের দিনগুলিতে-



আবার তুমি  
কিছু বানাচ্ছ?

কাগজ আর  
শক্ত বোর্ডের বদলে  
এবার আমি ধাতুর তার  
আর কাঠের টুকরো  
দিয়ে নৌকা বানানোর  
চেষ্টা করছি।

দিন দিন সৃজনশীল শিল্পের প্রতি শ্রীনিবাসের আগ্রহ আরো বেড়ে ওঠে।



আমি  
চারুকলা নিয়ে  
পড়তে চাই,  
আম্মা।

আমার  
মনে হয় তুমি  
তোমার সঠিক  
পথ খুঁজে  
পেয়েছ।

শ্রীনিবাস অন্ধবিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ থেকে স্নাতক হন।

শ্রীনিবাস বছরের পর বছর ধরে কাজ করার জন্য ফেলে দেওয়া জিনিসের মধ্যে কাজের উপকরণ খুঁজতেন। একদিন এক মিস্ত্রির দোকানে-



আপনি  
এই বর্জ্যগুলো  
নিয়ে কি  
করবেন?

এইগুলো  
আবর্জনায় ফেলে  
দেব।



আমি ধাতুর এই বর্জ্যগুলো কিনতে চাই। এইগুলোকে আমি ভালো কিছুতে ব্যবহার করতে চাই।



শীঘ্রই-

এটা কেমন দেখতে লাগছে?

অসাধারণ হয়েছে।

শ্রীনিবাস, বর্জ্য ধাতু, কাঠ আর পাথর ব্যবহার করে ভাস্কর্য বানাতে শুরু করলেন।

শ্রীনিবাস চারুকলা বিভাগে স্নাতকোত্তর পড়াশুনার জন্য বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন। শীঘ্রই-



শোনো, অল্প বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত একটি সৃজনশীল ভাস্কর্য শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে, তুমি কি

অবশ্যই যাবো, আমার দক্ষতা প্রদর্শনের এটি একটি দুর্দান্ত সুযোগ।

শ্রীনিবাস সারা দেশের নানা ভাস্কর্য শিবির ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলেন।

কিছু বছর পর-



বিজয়ওয়াড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন একটি ভাস্কর্য শিবিরের আয়োজন করেছে। আমি সেখানে তরুণ শিল্পীদের বর্জ্য ধাতু দিয়ে ভাস্কর্য তৈরি করতে শেখাতে যাচ্ছি।

দারুণ খবর। আমিও আসতে চাই তোমার সাথে।

শীঘ্রই -



ভাস্কর্য শিবিরে আমি আপনার তৈরি ভাস্কর্যগুলি দেখেছি। আমি চাই আপনি আপনার এই সুন্দর ভাস্কর্য দিয়ে সারা বিজয়ওয়াড়া শহরকে সাজিয়ে তুলুন।

নিশ্চই করব, স্যার। এটি করতে পারলে আমি সম্মানিত বোধ করব।

যে ব্যক্তি শ্রীনিবাসকে এই কথাগুলি বলেছিলেন, তিনি ছিলেন বিজয়ওয়াড়া মিউনিসিপ্যাল এর তৎকালীন কমিশনার, জি. ভীরাপান্ডিয়ান।

শ্রীনিবাস 15 সদস্যের একটি দল গঠন করে কাজ শুরু করে দিলেন।



পরের কয়েক সপ্তাহে শ্রীনিবাস এবং তাঁর দল বিজয়ওয়াড়া শহরের নানা স্থানে তার তৈরি ভাস্কর্য স্থাপন করলেন।



এগুলি ভারি সুন্দর।  
আমি গুস্তুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে আপনার নাম সুপারিশ করেছি। তারা শীঘ্রই আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, স্যার!

বছরের পর বছর ধরে শ্রীনিবাস বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সাথে কাজ করেছেন। তাঁর কাজগুলি গুস্তুর, মাদুরাই, তিরুনেলভেলি, কুরনুল এবং অন্যান্য আরও অনেক শহরের পাবলিক পার্কে প্রদর্শিত আছে।

তিনি এখন আচার্য নাগার্জুন বিশ্ববিদ্যালয়, গুস্তুর কলেজ অফ আর্কিটেকচার অ্যান্ড প্ল্যানিং - এর চারুকলা বিভাগের প্রধান এবং সারা ভারতে এই বিষয়ের শিবিরগুলি পরিচালনা করেন।



আমার পরিবেশ-বান্ধব মডেলগুলি দেখে অন্যরা যখন অনুপ্রাণিত হয়, সেটা দেখে খুব ভাল লাগে। আজকের দিনে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হল পরিবেশ রক্ষা করা।

He hopes that others, too, come up with innovative ways to reuse and recycle waste.

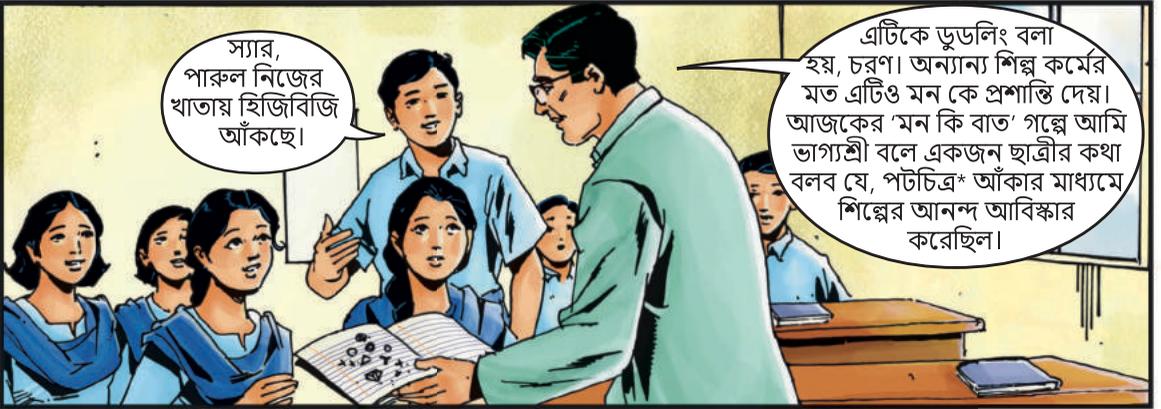
# ভাগ্যশ্রী সাহু

এটি বিদ্যালয়ের আজকের মতো শেষ ক্লাস ছিল এবং ছাত্ররা নায়ার স্যার এর জন্য অপেক্ষা করছিল।



তোমরা  
কী করছ?

তেমন  
কিছুই না।



স্যার,  
পারুল নিজের  
খাতায় হিজিবিজি  
আঁকছে।

এটিকে ডুডলিং বলা  
হয়, চরণ। অন্যান্য শিল্প কর্মের  
মত এটিও মন কে প্রশান্তি দেয়।  
আজকের 'মন কি বাত' গল্পে আমি  
ভাগ্যশ্রী বলে একজন ছাত্রীর কথা  
বলব যে, পটচিত্র\* আঁকার মাধ্যমে  
শিল্পের আনন্দ আবিষ্কার  
করেছিল।



উড়িষ্যার টেক্সনলের এক ইঞ্জিনিয়ারিং  
কলেজের এম টেক<sup>^</sup>-এর ছাত্রী  
ভাগ্যশ্রী পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত।

আমি ভীষণ  
ক্লান্ত। এমন কিছু যদি  
থাকত যা আমাকে  
তরতাজা করে তুলতে  
পারে।

তুমি ডুডলিং  
করতে চেষ্টা করছ  
না কেন? তুমি তো  
সব সময় বলো যে,  
তুমি চারুকলা কত  
ভালোবাসো।



রঘুরাজপুরের\*\*  
শিল্পীদের তৈরি এই  
অপূর্ব শিল্প কর্মটি দেখো,  
ভাগ্যশ্রী। এটি আমাদের  
রাজ্যের একটি ঐতিহ্যবাহী  
শিল্প শৈলী, এটিকে  
পটচিত্র বলা হয়।

ছবিগুলি  
কী অপূর্ব! কী করে  
এটি করা যায় আমি  
নিজে সেটা শিখতে  
চাই।

এই ভাবেই ভাগ্যশ্রীর স্ব-শিক্ষিত শিল্পযাত্রা শুরু হয়।

\*প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করে কাপড়ের মধ্যে আঁকা হয়।  
^ প্রযুক্তির মাতকোত্তর ডিগ্রী।

\*\* উড়িষ্যার পুরি জেলার পটচিত্র শিল্পীদের গ্রাম।



ভাগ্যশ্রী তাঁর বন্ধুকে ঢেক্ষানলের ব্রাহ্মণী নদীর তীরে নিয়ে গেল।



পাথরে আঁকা ভাগ্যশ্রীর ছবিগুলি শীঘ্রই খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলো।



মহামারী চলাকালীন ভাগ্যশ্রী খালি বোতল, বাস্ব এবং টিন সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন।



# রাম লোটন কুশওয়া



রাম লোটন কুশওয়া এবং তাঁর পরিবার মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলার অন্তর্বেদিয়া গ্রামের বাসিন্দা।





এটিকে সুই-  
ধাগা বলে।

এটি কাটা  
জায়গাটিকে  
সেলাই করে  
সারিয়ে তোলে!

সুই- ধাগা মানে সূচ আর সুতো এবং রাম লোটনের ছেলে ঠিকই বলেছিল- এটি প্রাচীনকাল থেকে তলোয়ারের গভীর ক্ষত সংযোগ এবং নিরাময় করতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।



তুমি ভেষজ  
নিয়ে এত কিছু কী  
করে জানলে?

আমি সবকিছু  
তোমার পিতামহ এবং  
প্রপিতামহের থেকে  
জেনেছি।

তুমি যা  
জানো সে সব  
আমাকে শেখানো  
উচিত।

আমি  
তোমাকে এবং  
তোমার ছোট ভাইকে  
সব শেখাবো।



2016 সালে রাম লোটন, রাজ্য জীববৈচিত্র্য  
বোর্ডের সাথে 40টি জেলা সফর করার জন্য  
একটি 5 সদস্যের দলের অংশ ছিলেন।

প্রচুর স্থানীয়  
বীজ আছে,  
যেগুলিকে রক্ষা  
করা প্রয়োজন।

যখন রাম লোটন বাড়ি ফিরে এলেন-



জান্নি, আমি  
বুঝতে পেরেছি কী  
উপায়ে বীজ এবং ফল  
সঠিক ভাবে সংরক্ষণ  
কর সম্ভব।

আশা করি  
এই উপায়ের  
মাধ্যমে বাড়িতে কিছু  
অতিরিক্ত টাকাকাড়ি  
আসবে!

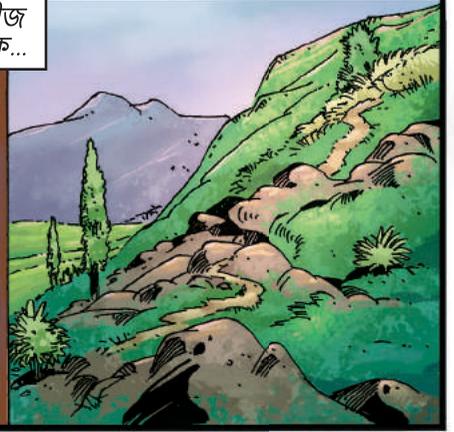
খুব বড় পরিবার হওয়ায় জান্নির পক্ষে সেটি চালানো মোটেই সহজ কাজ ছিল না।

ভেষজ এবং শাক সবজি সংরক্ষণের জন্য তার অনুসন্ধান সেই সবার বীজ সংগ্রহের জন্য রাম লোটন বহুদর ভ্রমণ করেছিলেন। সুদূর হিমালয় থেকে...



ভাই, ব্রাহ্মীর শিকড় কোথায় পাবো বলতে পারবেন?

... সুদূর সাতপুরা থেকে বিক্র্যপর্বত অন্দি।



রাম লোটন তাঁর দেড় একর জমিতে প্রায় 250 জাতের ঔষধি গাছ এবং দেশি সবজি চাষ করেছেন।



লোকেরা বলেছিল যে, এখানে হিমালয়ের গাছপালা জন্মাবে না। কিন্তু দেখুন, গাছগুলি কি সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠেছে।

আপনার হাতে জাদু আছে, রাম লোটন বাবু!

তাঁর বাড়িতে রাম লোটনের একটি 'দেশি' জাদুঘর আছে, যেখানে অসংখ্য প্রজাতির লাউ এবং বিরল প্রজাতির বীজ প্রদর্শন করা হয়েছে।



রাম লোটন জীর প্রচেষ্টা আমাদের দেশীয় উদ্ভিদ সম্পর্কে গর্বিত এবং সচেতন করে তোলে।

রাম লোটনের যাত্রায় জাঙ্গি হল সতর্কতার কণ্ঠস্বর এবং তিনি নিমরাজি হয়ে জানান।



তিনি বৃদ্ধ হচ্ছেন এবং তাই তার এই নিজস্ব কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য প্রয়োজন।

আমি যদি জমিতে বেড়া দিতে এবং বছরভর জলের জন্য একটা কুয়া খনন করতে পারতাম তাহলে আমি আমাদের এই সমস্ত অমূল্য বীজ সংরক্ষণের জন্য আরও অনেক কিছু করতে পারতাম।

# তারিক আহমেদ পাটলু



আজ শ্রেয়া, চরণ এবং পারুল স্কুলে আসেনি কেন?

আশা করি তাঁদের আবার কোভিড হয়নি।



আমিও সেটাই প্রার্থনা করছি। হাসপাতালে বিছানার অভাবে বহু মানুষ খুব দুর্ভোগে পড়েছে। গ্রামের অবস্থা আরো খারাপ।

সত্যি, কিন্তু আমাদের তাঁদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়, যারা নিজেদের সাধের বাইরে গিয়ে মানুষের জন্য কিছু করেছেন। যেমন, কাশ্মীরের তারিক আহমেদ পাটলু।



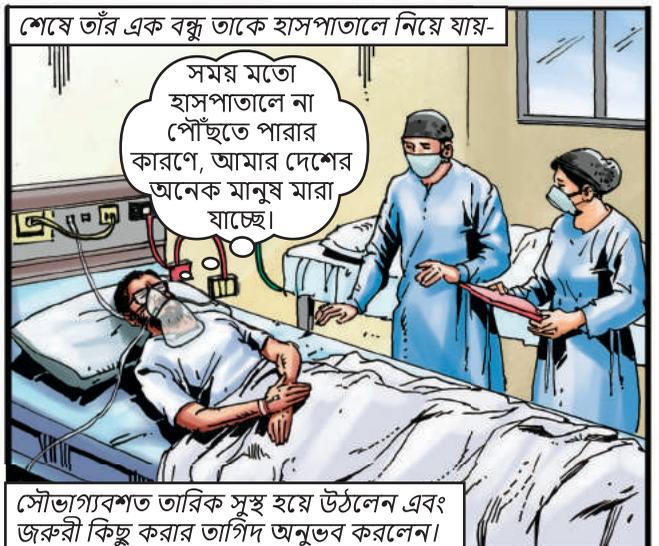
কাশ্মীরের সুন্দর লেকে হাঞ্জি বা 'জলবাসী' নামে একদল লোক বাস করে। তাঁরা নৌকায় থাকে এবং কাজ করে। ডাঙায় পৌঁছানোর জন্য তারা ছোট নৌকায় হিচহাইকিং বা 'তার' পদ্ধতি ব্যবহার করে।



2020 সালে সারা বিশ্বে যখন কোভিড-19 আছড়ে পড়ল-

উহ! আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। আমাকে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে চলে।

আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারব না। আমি সংক্রমিত হতে চাই না।



শেষে তাঁর এক বন্ধু তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়-

সময় মতো হাসপাতালে না পৌঁছতে পারার কারণে, আমার দেশের অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে।

তারিক আহমেদ পাটলু ডাল লেকের একটি হাউসবোটের মালিক। তাঁর কোভিড হয়েছিল কিন্তু কেউ তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে রাজি ছিল না।

সৌভাগ্যবশত তারিক সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং জরুরী কিছু করার তাগিদ অনুভব করলেন।

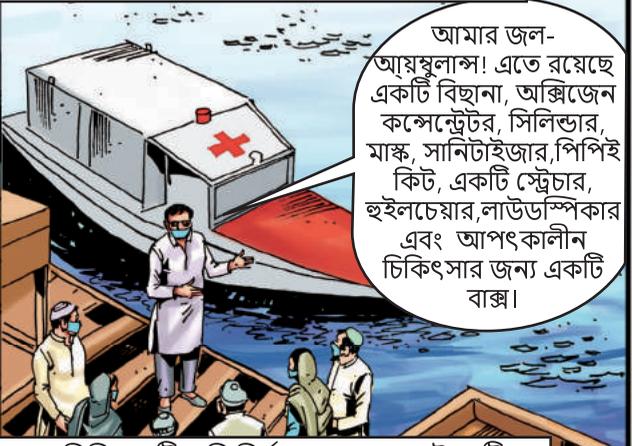
তিনি দিল্লি ভিত্তিক একটি এনজিও সংস্থা সত্য রেখা ট্রাস্ট-এর সঙ্গে কথা বললেন এবং

আমি ডাল লেকে একটি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা শুরু করতে চাই, কারণ আমি চাই না যে আমার সাথে যা ঘটেছিল সেটা আর কারো সাথে ঘটুক।



এটা একটা অসাধারণ ধারণা। আমরা আপনাকে সাহায্য করব।

সেই ট্রাস্টের সাহায্যে তারিক একটা নৌকা তৈরি করে তাতে আপৎকালীন সমস্ত সুবিধা যুক্ত করলেন এবং তাতে একটি সাইরেন লাগিয়ে দিলেন।



আমার জল-অ্যাম্বুলান্স! এতে রয়েছে একটি বিছানা, অক্সিজেন কম্পেন্ডেটর, সিলিন্ডার, মাস্ক, স্যানিটাইজার, পিপিই কিট, একটি স্ট্রেচার, হুইলচেয়ার, লাউডস্পিকার এবং আপৎকালীন চিকিৎসার জন্য একটি বাক্স।

এতে তিনি একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং নৌকা টিকে ডুবে যাওয়ার থেকে বাঁচানোর সরঞ্জামও রেখেছিলেন।

তারিক তাঁর ফোন নম্বর লেকের পাশের সবাইকে দিয়ে রেখেছিলেন এবং শীঘ্রই একটার পর একটা বিপদ থেকে রক্ষা করার ডাক আসতে লাগলো।



চিন্তা করো না। তুমি ঠিক থাকবে এবং তোমাকে আমরা হাসপাতালে পৌঁছে দেব।

তিনি হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সগুলির সঙ্গেও সমন্বয় সাধন করলেন যাতে তারা তীরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে পারে। তাঁর সমস্ত পরিষেবাটি ছিল বিনামূল্যে এবং সেটি সর্বক্ষণ অব্যাহত ছিল।

লেকের উপর যে কোন প্রয়োজনে তারিককে ডাকা হত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর 10 বছর বয়সী মেয়ে জান্নাত তাকে সাহায্য করত।



খবরদার, লাল নৌকা! এই লেক আমাদের ঘরবাড়ি। দয়াকরে লেকের ভিতর বোতল ফেলবেন না।

সপ্তাহে দুইবার, বাবা এবং মেয়ে লেক পরিষ্কার করতে বেরতো।

2021 এর জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর 'মান কি বাত' অনুষ্ঠানে তারিকের নাম উল্লেখ করেন। তারিকের কাছে একটি অনুরোধ যায়।



আমার একটি আপৎকালীন নম্বর চাই এবং একজন ডাক্তার চাই, যিনি আমার অ্যাম্বুল্যান্সের রুগীদের চিকিৎসা করবেন।

এই ধরনের নাগরিক উদ্যোগকে জনগণ এবং সরকার, উভয়েরই সমর্থন করা উচিত।

# সঞ্জয় কাচ্ছাপ



শুনলাম স্কুলের লাইব্রেরিতে নতুন নতুন সব গল্পের বই এসেছে।

এটা দারুণ খবর! আমার মামাতো বোন, পিক্কি, গ্রামে থাকে, তাঁর স্কুলে কোনো লাইব্রেরি নেই।

হয়ত গ্রামেই কোনো লাইব্রেরি নেই।



আজকের 'মন কি বাত'-এ আমরা এমন একজন মানুষের কথা বলব যার নাম সঞ্জয় কাচ্ছাপ, যিনি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের 'লাইব্রেরি ম্যান' হিসেবে পরিচিত।



ঝাড়খণ্ড রাজ্যের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের রাজ্য সরকারী কর্মচারী, সঞ্জয় কাচ্ছাপ। একদিন সন্ধ্যায়-

আর 15 মিনিট দাও। আমার পড়া এখনো শেষ হয়নি।

না। আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। তুমি গত এক ঘণ্টা ধরে বইটা নিয়ে রেখেছ।



এই, এখানে কী হচ্ছে?

আমাদের দুজনের কাছে মাত্র একটা ইতিহাস বই আছে। আমরা দুজনেই গুপ্ত সাম্রাজ্য নিয়ে পড়ছি। তাই বইটা আমারও চাই।

এই ছাত্রদের পড়াশোনার জন্য যদি পর্যাপ্ত বই থাকতো। আমি জানি আমাকে কী করতে হবে।



পরের দিন সকালে, সঞ্জয় স্থানীয় চায়ের দোকানে গেল।

এই গ্রামের বয়স্ক মানুষদের সাথে কোথায় দেখা হতে পারে?

আমাদের গ্রামে একটি কমিউনিটি সেন্টার আছে, সেখানে তাঁরা রোজ সকালে মিলিত হয় এবং গ্রামের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।



পরের দিন-

আমার নাম সঞ্জয়, আমি পুলহাতু\* গ্রামে থাকি। আমি 2018 সালে আমার গ্রামে একটি লাইব্রেরি খুলেছি এবং সেটি খুব সাফল্যের সঙ্গে চলছে। আমার কিছু বই এবং বই রাখার তাক চাই, কারণ আমি এখানেও একটি লাইব্রেরি খুলতে চাই।

এটা তো খুবই ভালো কথা! আমরা এই কমিউনিটি সেন্টারেই সেটি খুলতে পারি।



শীঘ্রই-

কিছু বই রইল, এগুলি আমার ছেলের ছিল।

আরও কিছু বই রইল।

এটা ভীষণ খুশির ব্যাপার। অনেক ধন্যবাদ।



কিছু দিনের মধ্যেই, প্রচুর ছাত্র লাইব্রেরীতে ভিড় করতে শুরু করল।

এখানে সব ইতিহাসের বই।

আর এখানে রকেট সম্পর্কে বই, যা আমার প্রিয় বিষয়!



একদিন-

আমাদের মনে আছে, স্যার? আমরা তাঁরা যারা সেদিন বই নিয়ে মারপিট করছিলাম।

আমরা কি একই বই, একই সময়ে ভাগ না করে, একসাথে পড়তে পারি না?

হুম্মম... তেমন যাতে করা যায় সেই রাস্তাই বের করব এবার।



আপনি তো খুব ভালো কম্পিউটার জানেন, তাই না? আমাকে একটা ডিজিটাল লাইব্রেরী বানাতে সাহায্য করবেন?

নিশ্চই, চলুন করা যাক। এটা করতে পারলে আমরা গ্রাম এবং অন্যান্য গ্রামেরও সব ছাত্রদের খুব উপকার হবে।

শীঘ্রই সবাই একই সময়ে একই বই পড়ার সুবিধা পেয়ে গেল।

\*বাড়খণ্ড রাজ্যের সিংভুম জেলার একটি গ্রাম

কিছু মাস পরে সঞ্জয়কে একটি প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। শীঘ্রই-



আমাদের বাচ্ছাদের জন্য এখানে কোনো ঠিকঠাক স্কুলই নেই, তাহলে তাঁদের লাইব্রেরী কী কাজে আসবে?

প্রতিটি বাচ্ছার শেখার অধিকার আছে, এমনকি সেটা স্কুল না থাকলেও।

পরের কয়েক বছরে সঞ্জয় 40টিরও বেশি গ্রামে লাইব্রেরী শুরু করেন এবং শীঘ্রই ঝাড়খণ্ডের 'লাইব্রেরী ম্যান' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

সঞ্জয় ছাত্রদের জন্য আরও কিছু করতে চাইছিলেন। একদিন, যখন তাঁর বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলো-



আমি চাই এই সব শিশুরা প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় লেখার সুযোগ পাক।

আমরা ক্রাউড ফান্ডিং\* করে দেখতে পারি!

ক্রাউড ফান্ডিং 25টি লাইব্রেরীকে উচ্চশিক্ষার জন্য বই এবং কম্পিউটার দিয়ে সজ্জিত করতে সাহায্য করেছে।

একদিন দুপুরে, ঝাড়খণ্ডের একটি ছোট্ট গ্রামে-



আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করতে চাই, কিন্তু বই কেনার পয়সা নেই।

আমি একজনকে জানি, যিনি তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন।

লোকাটি তাঁকে সঞ্জয়ের গাড়ির দিকে দেখিয়ে দিল, যেটি একটি চলমান লাইব্রেরীতে রূপান্তরিত হয়েছিল।



আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না! আমি কীভাবে আপনার ঋণ শোধ করব?

নিশ্চই করব। অনেক ধন্যবাদ লাইব্রেরী ম্যান!

শুধু এগিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি চাই। অবসর সময়ে ছোটদের পড়িও।

সঞ্জয় আশা করেন যে, একদিন সমস্ত শিশু পারিপার্শ্বিক অবস্থান ও পরিবেশ নির্বিশেষে বই পড়ার সুযোগ পাবে।

\*ইন্টারনেটের সাহায্যে বিপুল সংখ্যক মানুষের থেকে অর্থ সংগ্রহ করা।

# হরিশচন্দ্র সিং



আমি ছুটির জন্য অপেক্ষা করতে পারছি না। আজ আমি পরোটা আর প্রিয় আমলকীর\* মোরব্বা<sup>^</sup> এনেছি।

আমার মা খুব সুন্দর একটা আমলকীর রস বানায়। মা বলে, ওটা খেলে সর্দি কাশি সেরে যায়, কারণ ওটা সুপার ফুড।

সুপার ফুড কী?



ঠিক সেই সময় নায়ার স্যার ক্লাসে ঢুকলেন।

সুপার ফুড কী, স্যার?

সুপার ফুড হল পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার। মন কি বাত-এ উত্তর প্রদেশের একজন কৃষকের গল্প আছে যিনি চিয়া বীজ নামে একটি সুপার ফুড চাষ করেছিলেন।

সেটি ছিল 2015 সাল এবং হরিশচন্দ্র সিং ভারতের সেনাবাহিনী থেকে সবে মাত্র কর্নেল হিসেবে অবসর গ্রহন করেছে।



আমি ভাবছিলাম এবার আমার বহুকালের ইচ্ছে চাষাবাস করার সময় এসেছে।

খুব ভালো! এটির থেকে ভালো আয়ও হতে পারে।

শীঘ্রই হরিশচন্দ্র একটি জমি কেনার জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে-



একদম নিখুঁত।

এখানকার মাটি খুবই উর্বর

চারপাশে প্রচুর জলও আছে। আপনি বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলাতে পারবেন।

হরিশচন্দ্র বারাবাঙ্কির\*\* সিদ্ধধর ব্লকের আমসেরুভা গ্রামে চার একর জমি কিনলেন।



তাহলে, তুমি এখানে কি ফলাবে ঠিক করেছ?

আমি যখন জম্মু ও কাশ্মীরে ছিলাম, আমি সেখানে অনেক আপেল বাগান দেখেছি। আমি আপেল ফলাতে চাই।

পরের কয়েক বছরে, হরিশচন্দ্র তার খামারে সবুজ আপেল, বরই এবং ড্রাগন ফল ফলালেন।

\*একধরনের ভারতীয় ফল, আমলকী।  
^চিনির রসে ডোবানো আমলকী

\*\*উত্তরপ্রদেশের একটি জেলা



..এবং তারপর নিজের জমিতে সেই বীজ রোপণ করলেন। কয়েক মাস পরে -



\*এক কুইন্টাল মানে 100 কিলো।

# সচ্চিদানন্দ ভারতী



তুমি কি করছ, সোনাল?

গত 10 মিনিট ধরে আমি এই কলটা বন্ধ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু কিছুতেই বন্ধ করতে পারছি না।

এই ছোট্ট একটা ব্যাপার নিয়ে ও এতো চিন্তা করছে।



সুজিত, তুমি কি জানো যে একটি ফুটো কল থেকে দিনে প্রায় 15 লিটার জল নষ্ট হতে পারে?

আজকের মন কি বাত গল্পটি সচ্চিদানন্দ ভারতী নামে একজন জল সংরক্ষণবাদীকে নিয়ে। যার প্রচেষ্টায় উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ে নদীগুলির বছবর্ষজীবী প্রবাহ নিশ্চিত করেছিল।

সেটা ছিল 1974 সাল। পরিবেশবাদী চণ্ডী প্রসাদ ভাট উত্তরাখণ্ডের গোপেশ্বরে<sup>১</sup> চিপকো আন্দোলন\* শুরু করেন।



আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যাতে কোনো গাছ কাটা না হয় এবং সক্রিয় বনায়ন হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে নারীদের এগিয়ে আসতে হবে।

ওঁর কথাগুলো খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক!

শচী, এখন যাই নাহলে কলেজে দেরি হয়ে যাবে।

তরুণ সচ্চিদানন্দ ভারতী চণ্ডী ভাট দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

দুই বছর পর, সচ্চিদানন্দ একটি বৃক্ষরোপণ শিবিরে যোগ দেন।

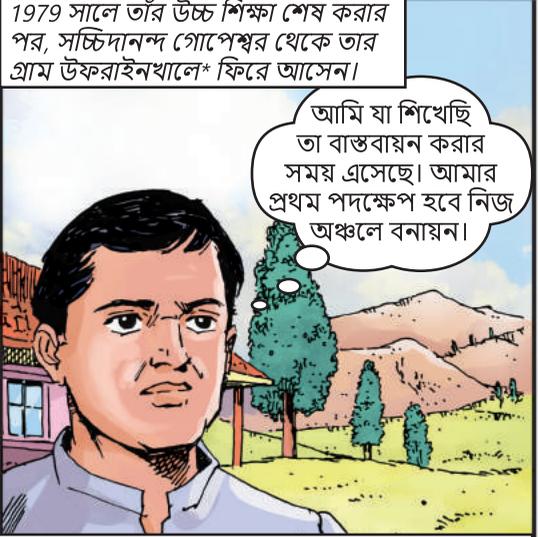


এটি একটি মহান উদ্যোগ, শচী। আমাকে এখানে ডাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

যত বেশি গাছ বাড়বে, এটি এলাকায় ভূমিধ্বস প্রতিরোধে সাহায্য করবে।

\*একটি আন্দোলন যেখানে গ্রামবাসীরা গাছের বাঁচানোর প্রয়াসে গাছগুলিকে জড়িয়ে ধরে থাকতেন।

<sup>১</sup> উত্তরাখণ্ড রাজ্যের চামোলি জেলার একটি শহর।



1979 সালে তাঁর উচ্চ শিক্ষা শেষ করার পর, সচ্চিদানন্দ গোপেশ্বর থেকে তার গ্রাম উফরাইনখালে\* ফিরে আসেন।

আমি যা শিখেছি তা বাস্তবায়ন করার সময় এসেছে। আমার প্রথম পদক্ষেপ হবে নিজ অঞ্চলে বনায়ন।



তিন বছর পর তিনি দুধাতলী লোক বিকাশ সংস্থা নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন।

আমরা যে গাছগুলি রোপণ করি তা আমাদের গ্রামের জন্য জ্বালানী এবং খাদ্য সরবরাহ করবে।

1980 সালের জুলাই মাসে, সচ্চিদানন্দ দুধাতলি<sup>^</sup> এলাকায় তার প্রথম পরিবেশ শিবিরের আয়োজন করেন।

অনেক মহিলা সেখানে অংশগ্রহণ করেন এবং পরে মহিলা মঞ্জল দল নামে একটি দল গঠন করেন।

1987 সালে, ভারত একটি ব্যাপক খরার সম্মুখীন হয়েছিল। উত্তরাখণ্ডের বনভূমিতেও তার প্রভাব পড়েছিল।



আমরা এত বছর ধরে বন সংরক্ষণ করে আসছি, কিন্তু জল সংরক্ষণের কথা ভাবিনি।



কিছু সপ্তাহ পরে-

আমার একটা আইডিয়া আছে, আসুন আমরা চালে গর্ত খুঁড়ে জল-পুকুর\*\* তৈরি করি, তারপর তাদের চারপাশে গাছ লাগাব যাতে জল মাটিতে থাকে।



সচ্চিদানন্দ জি, দেখুন আমাদের জল পুকুরে বৃষ্টির জল কীভাবে জমেছে।

বৃষ্টি না হলেও এগুলি সহজেই 25 থেকে 30 দিনের জন্য জল ধরে রাখতে পারবে।

পরের দশকে, এই ধরনের 2,000 গর্ত খনন করা হয়েছিল। আন্দোলনটি পানি রাখো আন্দোলন<sup>^^</sup> নামে পরিচিত।

\*উত্তরাখণ্ডের পাউরি গাড়ওয়াল জেলায় অবস্থিত একটি গ্রাম।  
^ উত্তরাখণ্ডে 25 কিমি পর্যন্ত প্রসারিত একটি পর্বতশ্রেণী।

\*\*জল ধরে রাখার গর্ত  
^^ জল সংরক্ষণ আন্দোলন

বছরের পর বছর ধরে, তার প্রচেষ্টা এক অপ্রতিরোধ্য সাফল্য লাভ করে।



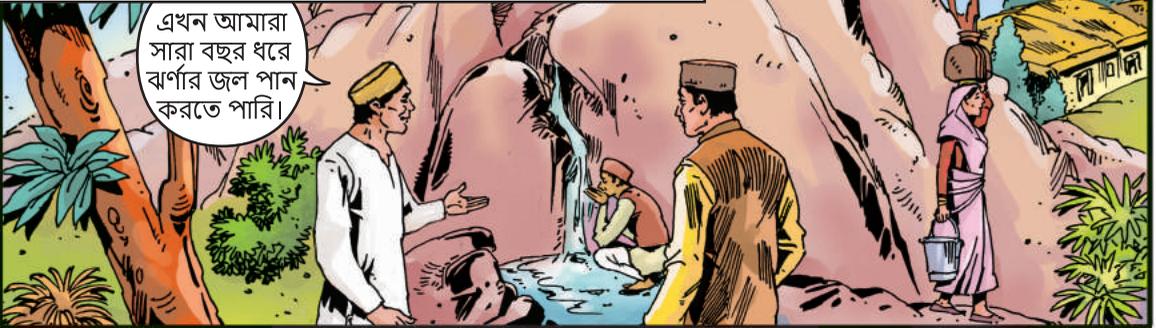
সুখা রাউলা\* এখন সারা বছর বয়ে যায়।

হ্যাঁ, আগে এটি বৃষ্টির সময় ফুলে ফেঁপে উঠতো এবং নভেম্বরে শুকিয়ে যেত।

জলের গর্তের কারণে এমনটি হচ্ছে।

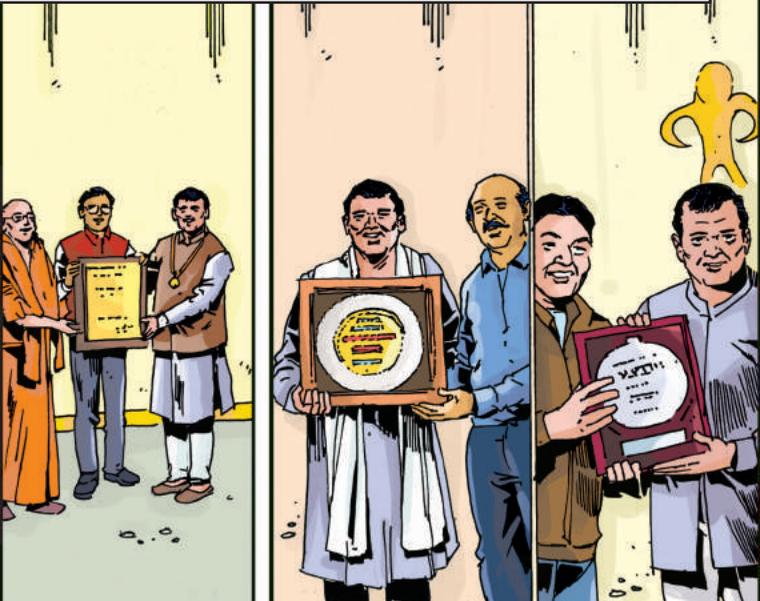
গ্রামবাসীরা তাদের গ্রাম গদখরকের নামানুসারে সুখা রাউলার নাম পরিবর্তন করে গদগঙ্গা রাখে।

জল পুকুরের পাশাপাশি, সচ্চিদানন্দ আরও বৃষ্টির জল সংগ্রহ এবং বন সংরক্ষণের জন্য পাহাড়ে শত শত পুকুর এবং খাল তৈরি করেছিলেন।



এখন আমরা সারা বছর ধরে বর্ণার জল পান করতে পারি।

সচ্চিদানন্দ তাঁর কাজের জন্য 2011 সালে উত্তরাখণ্ড গ্রীন অ্যাওয়ার্ড, 2013 সালে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় পুরস্কার এবং 2015 সালে ইন্দিরা গান্ধী এনভায়রনমেন্ট অ্যাওয়ার্ড সহ বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন।



2021 সালের জুন মাসে, প্রধানমন্ত্রী মোদী তার মন কি বাত অনুষ্ঠানে সচ্চিদানন্দ ভারতী এবং তাঁর প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

আজ, পাউরি গাডোয়াল পাহাড়ের 150টি গ্রামে 30,000 টি জলের গর্ত রয়েছে।



পরিবেশের সেবা করে আমি মনে করি আমার জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে।

সচ্চিদানন্দ ও গ্রামবাসীরা 50 লাখেরও বেশি চারা রোপণ করেছেন। আর জলের গর্তগুলো দাবানল থামিয়ে দিয়েছে।

\*শুকনো গিরিখাত

# সিকারি তিস্য



ক্ষ্যামা করিবে\*, কী করে এটা ফেলে দিলাম?

তুমি এখুনি কী বললে?



হা হা! আমি আমার মাতৃভাষায় মাফ করো বললাম। মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেছে।

নিজের মাতৃভাষায় কথা বলা দারুণ ভালো! 5টি ভারতীয় ভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে আর 197টি লুপ্তপ্রায়। সিকারি তিস্যের মতো আমাদের সেগুলি সংরক্ষণের কথা ভাবা উচিত, যেটা সে তাঁর নিজের কার্বি ভাষার ক্ষেত্রে করেছে।

সেটা ছিল 2000 সাল। সিকারি তিস্য, আসামের মৎস্য বিভাগের একজন কর্মচারী, কার্বিআংলং<sup>^</sup>-এ তার গ্রাম লংজন সারপোতে এক সন্ধ্যায় হাঁটছিলেন।



কার্ডম\*\* সিকারি, এখানে এসো। তোমাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে।

কার্ডম কাকু। কী ব্যাপার?



এখুনি বৃষ্টি আসবে! কী মজা!

দেখো, ওরা ইংরাজিতে কথা বলছে। ওরা কার্বি ভাষায় কথা প্রায় বলেই না। আমাদের কিছু করা উচিত।

আপনি কী করতে বলেন?



দুজনে মিলে একটা সমাধান বের করে কাজ শুরু করে দিল।

তুমি কি অর্থ সহ দেশীয় কার্বি শব্দের একটা তালিকা বানাতে পারবে? আমি তোমাকে সাহায্য করব।

নিশ্চই, এটি একটি চমৎকার ধারণা!

প্রতি সন্ধ্যায়, সিকারি অধ্যাবসায়ের সাথে তালিকা তৈরির কাজ করতেন।

\*ওড়িয়া ভাষায়, ক্ষমা করবেন  
^ আসামের সব থেকে বড় জেলাগুলির একটি

\*\*কার্বি ভাষায় অভিবাদন জানানো

একদিন সন্ধ্যায়-



আমি কিছু ঘুমপাড়ানিয়া গান জানি, যেগুলি আমার দিদা গাইতেন। আপনারা কি সেগুলিও লিখতে চান?

চমৎকার! সমস্ত সংস্কৃতিতেই ঘুমপাড়ানিয়া গানের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। আপনি যদি গানগুলি করেন তাহলে আমি রেকর্ড করতে পারি।

মহিলা রাজি হলেন এবং সিকারি ঘুমপাড়ানিয়া গানগুলি রেকর্ড করতে শুরু করলেন।

শীঘ্রই-



শুনলাম আপনি কার্বি সংস্কৃতি নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছেন। আমার বন্ধু এখানে কার্বি লোকগান ও গল্প বিশেষজ্ঞ। তিনি কি কোন সাহায্য করতে পারেন?

অবশ্যই পারেন। গান ও গল্প শিশুদের মধ্যে ভাষার প্রতি আগ্রহ তৈরি করবে।

সিকারি, কার্বি গান এবং গল্পের একটি আকর্ষণীয় সংগ্রহ সংকলন করেছেন যা তিনি তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন।

সিকারি আরও তথ্যের জন্য আসাম এবং মেঘালয় ভ্রমণ করলেন। ফিরে আসার পর-



লোকেদের কার্বি কথা বলার ধরন স্থানভেদে পরিবর্তিত হয়। তারা কি আমাদের কার্বি অভিধান বুঝতে পারবে?

আমরা যদি এটিকে কার্বি এবং ইংরাজী উভয় ভাষার অর্থ সহ একটি দ্বিভাষিক অভিধান তৈরি করি, তাহলে কেমন হয়?

আমি এতে কার্বি শব্দের বিভিন্ন রূপও অন্তর্ভুক্ত করব।

সিকারি ও গ্রামের প্রবীণরা মিলে অভিধান তৈরির কাজ শুরু করলেন। কয়েক মাস পর-



শুভ সন্ধ্যা, সিকারি কাকু! তুমি কি করছ?

চুপ... খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে মনে হয়। চलो আমরা খেলতে যাই।

না, ঠিক আছে। আমি কার্বি ভাষার প্রতিটা শব্দ লিখে আমাদের কার্বি ভাষা রক্ষা করছি। আমরা যদি এটির যত্ন না করি তবে এটি লুপ্ত হয়ে যেতে পারে।



বছরের পর বছর ধরে সিকারির কাজ রাজ্য জুড়ে স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। একদিন তাঁকে কাছের একটি স্কুলে আমন্ত্রণ জানানো হয়।



2021 সালে, সিকারি চাকরী থেকে অবসর নিলেন। সেই রাতে-



কিছুদিন পর-



\*কার্বি ভাষায় বাচ্ছো।

^আসামে উপজাতীয় ভাষা সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করা একদল মানুষ

## পি.এম. মুরুগেসান



স্কুলের পক্ষ থেকে আয়োজিত আমাদের জন্য এটি একটি বিশেষ উৎকৃষ্ট ক্লাস ছিল।

'জঞ্জাল থেকে ভাল কিছু বানাও' কর্মশালা; আমি তো জানতামই না যে বর্জ্য পদার্থ দিয়ে এতো কিছু তৈরি করা সম্ভব।



যখন নায়ার স্যার ক্লাসে ঢুকলেন-

এই দেখুন স্যার, নারকোলের খোলায় কী সুন্দর রঙ করেছে!

এই কলমদানটা আমি চুড়ি দিয়ে বানিয়েছি।

আজ আমি তোমাদের মুরুগেসানের গল্প বলব। যে ফেলে দেওয়া কলা গাছের তন্তু থেকে নানা হস্তশিল্প পণ্য তৈরি করেছে।

মাদুরাই-এর মেলাকাল গ্রামের পি.এম. মুরুগেসান স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়াকালীন, পরিবারের খামারে কাজ করার জন্য স্কুল ছেড়ে দেন।



আআহহহ!

এই ছেলেটার শরীরে একটুও জোর নেই..

তারা খুব গরীব ছিল। দিন গুজরান করার জন্য পরিবারের সবাইকে খামারে কাজ করতে হত।

মুরুগেসানের তীক্ষ্ণ মন এবং ভালো পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল। 2009 সালে, যখন তার বয়স ছিল 41 -



আমরা কলা গাছের প্রতিটি অংশ ব্যবহার করি, এমনকি ভেতরের কাণ্ডও খাই, কিন্তু বাইরের কাণ্ড পুড়িয়ে ফেলি। কেন আমরা তাও ব্যবহার করতে পারি না?

এটা যদি দরকারী হত তাহলে অনেক আগেই কেউ এটা নিয়ে চিন্তা করত।

মুরুগেসান আশ্বস্ত হলেন না।

কাণ্ডের ভিতরে অনেকগুলি স্তর রয়েছে... যদি আমরা সেগুলিকে আলাদা করে সরিয়ে ফেলি...হুম...





তাতে কাজ হলনা, কিন্তু মুরুগেসান এখন নতুনত্বের পথে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর-



একটি সাইকেলের চাকা এবং পুলি দিয়ে, মুরুগেসান কলার তন্তুকে দড়িতে রূপান্তর করতে সক্ষম হন।



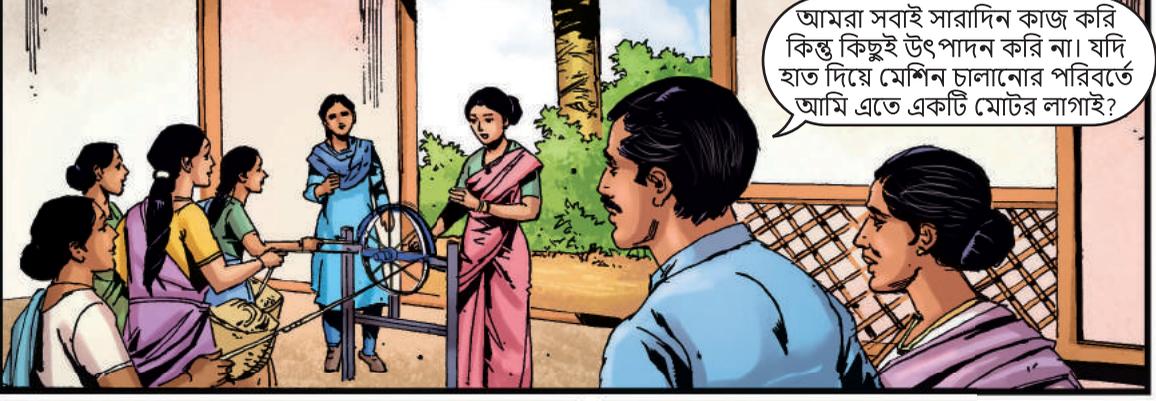
কিন্তু এটি তখনও বাজারে পাওয়া অন্যান্য দড়ির মতো শক্তিশালী ছিল না, তাই কেউ এটি চায়নি।



ব্যাগ, বুড়ি, মেঝেতে পাতার মাদুর... দম্পতি আবিষ্কার করলেন যে তারা তাদের দড়ি দিয়ে অনেক কিছু তৈরি করতে পারেন।



শীঘ্রই, মুরুগেসান এম.এস.রোপ প্রোডাকশান সেন্টার নামে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলেন। তার দুই জনের ছোট ইউনিট বেড়ে দশে পৌঁছে যায়। কিন্তু, দড়ি তৈরি একটি খুব সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া ছিল।



আমরা সবাই সারাদিন কাজ করি কিন্তু কিছুই উৎপাদন করি না। যদি হাত দিয়ে মেশিন চালানোর পরিবর্তে আমি এতে একটি মোটর লাগাই?

প্রক্রিয়াটি খুব দ্রুত এগিয়ে যায় এবং মুরুগেসান তার ধারণা পেটেন্ট করেন। 2016 সালে তিনি একটি নতুন মেশিন তৈরি করেন যা একটির পরিবর্তে ছয়টি দড়ি তৈরি করতে পারে।

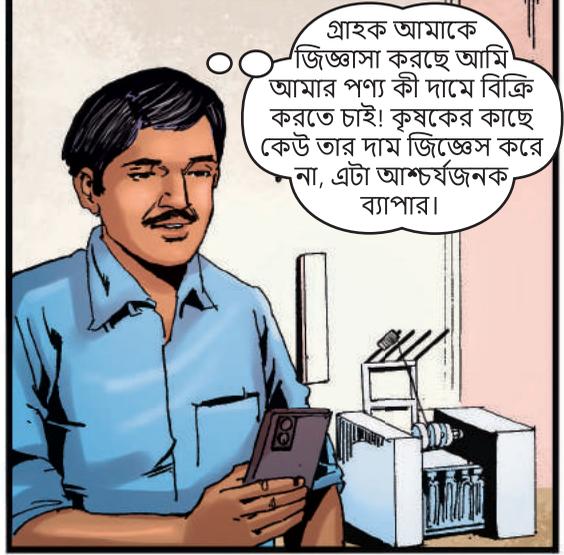
মুরুগেসান একটি স্বয়ংক্রিয় মেশিনও ডিজাইন করেছিলেন যা দড়ি তৈরি করতে পারে এবং সুতো দিয়ে বাঁধতে পারে। শীঘ্রই তিনি পণ্য রপ্তানিও শুরু করেন।



আমরা এখন 25,000 মিটার দড়ি তৈরি করছি! আগে আমরা মাত্র 2,500 করতে পারতাম!

আমরা অনেক মহিলাকে চাকরি দিয়েছি। এটা আমাকে খুব খুশি করে।

শীঘ্রই, 350 জনেরও বেশি মহিলা এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়।



গ্রাহক আমাকে জিজ্ঞাসা করছে আমি আমার পণ্য কী দামে বিক্রি করতে চাই। কৃষকের কাছে কেউ তার দাম জিজ্ঞেস করে না, এটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

মুরুগেসানের পণ্যগুলি বায়োডিগ্রেডেবল এবং প্লাস্টিকের একটি সাশ্রয়ী বিকল্প। তিনি তার কৃষি উদ্ভাবনের জন্য অনেক জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় পুরস্কার জিতেছেন। এখন তিনি এই প্রক্রিয়ায় লোকেদের প্রশিক্ষণ দেন এবং সরকারের জন্য মেশিনও তৈরি করেন।



2021 সালে বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করা এবং কৃষকদের জন্য অতিরিক্ত আয়ের পথ প্রশস্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী মন কি বাত-এ তাঁর প্রশংসাও করেছিলেন।





# मन्न की बात

## तृतीय खण्ड

मन्न की बात-एर तृतीय खण्डुटी जीवनेर विभिन्न सुरेर नागरिकदेर उपर आलोकपात करे, यारा तादेर आशेपाशेर मानुषेर जीवनेके उन्नत करार जन्य किछु करेछे।

यखन कोभिड -19 आघात हेनेछिल एवंग श्रीनगरेर लेके बसवासकारी लोकेरा असुखु ह्ये पड़छिल, तखन तारिक आहमेद पाटलु तादेर हासपाताले न्ये याओयार जन्य एकटि बोट अ्याशुलेस तैरि करेछिलेन।

मोन शुगु कागज तैरि एकटि 1,000 बहरेर पुरानो उपजातीय शिल्ल एवंग एटि अदृश्य ह्ये याछिल। अरुणाचल प्रदेशेर मालिंग गोशु छिलेन सेइ व्यक्ति यिनि एर पुनरुज्जीवनेर नेतृत्व द्येछिलेन एवंग कयैक डजन लोकके कर्मसंस्थान द्येछिलेन।

आपनि कि समुद्रपृष्ठ थेके 14,000 फुट उपरे तरमुजु जग्मानोर कथा शुनेछेन? लादाखेर उड्ढावनी कृषक उरगाइन फुंसग सेटा एवंग आरओ अनेक किछु करेछेन।

एगुलि साधारण मानुषेर गल्ल यारा असाधारण काज करेछे। गल्लगुलि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिर जनप्रिय रेडिओ अनुष्ठान थेके नेओया।



₹90

www.amarchitrakatha.com

ISBN 978-81-19242-89-4



9 788119 242894